FEB 25 20[illegible]

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের মত বিনিময় সভা

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার করা না হলে মৌলবাদী সন্ত্রাস প্রতিরোধ করা যাবে না

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের মত বিনিময় সভায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তুমুল বিতর্কের পর একটি সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতি চালুর তাগিদ দেয়া হয়েছে। সভায় বক্তারা বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার করা না হলে মৌলবাদীদের সন্ত্রাস প্রতিরোধ করা যাবে না। বরং পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। শুক্রবার ধানমন্ডির প্রিপ ট্রাস্টে অনুষ্ঠিত উদ্বিগ্ন নাগরিক প্রতিনিধিদের এ জরুরী সভায় মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসসহ দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে ছোট আকারের একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

শিক্ষাবিদ ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এডাবের শামসুল হুদা মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার প্রসঙ্গে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর একটি প্রস্তাব তুলে ধরার পর তা নিয়ে বেশ বিতর্ক হয়। এ প্রস্তাবে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস সংস্কার করে সেখানে অধিক হারে বাংলা, ইংরেজী এবং বিজ্ঞানের কোর্স দেয়া হোক। তা হলে মাদ্রাসাগুলো মৌলবাদীদের আখড়া হিসাবে ব্যবহারের সম্ভাবনা কমে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে হাসান ইমাম এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, বরং মাদ্রাসাগুলো থেকে বিজ্ঞান একেবারে তুলে দেয়া হোক। বিজ্ঞান থাকার কারণেই সেখানে বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। যদি বিজ্ঞান মাদ্রাসা সিলেবাস থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দেয়া হয় তাহলেই মাদ্রাসা সম্পর্কে ছেলেমেয়েরা আগ্রহ কম দেখাবে। এই পর্যায়ে ব্যাংকার ইব্রাহিম খালেদ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, বিজ্ঞান তুলে দেয়া হলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে। অস্ত্রশস্ত্র যে সব মাদ্রাসা থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো হলো কওমি মাদ্রাসা। এগুলোর সিলেবাসে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া আর অন্য কিছু নেই। অন্য মাদ্রাসাগুলোতে পরিস্থিতি বরং তুলনামূলক ভাল। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তিনি একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করে বলেন, যদি এটা করা হয় তাহলেই এক প্রজন্ম পরে আমরা আবার একটি বাঙালী জাতি পেতে পারি। এখন এটা আছে বলে আমার মনে হয় না। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলা, ইংরেজী ও মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসা ছেলেমেয়েদের চলন-বলন, আচার-আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ আলাদা। ইংরেজী মাধ্যমে পড়ুয়া একটি ছেলের চিন্তাই থাকে কেমন করে সে আমেরিকায় পাড়ি দেবে। অন্যদিকে মাদ্রাসার ছাত্রের মাথায় চিন্তা থাকে ক্ষমতা দখলের, আর বাংলা মাধ্যমের ছেলেমেয়েরা কোনরকমে একটি চাকরি যোগাড়ের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। বিসিএস পরীক্ষায় ও-লেভেলে পাস করা ছেলেমেয়ে পাওয়া যায় না। তিনি আরও বলেন, দেশের ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলগুলো মেধা পাচারের কারখানা হিসাবে কাজ করছে, আর দেশকে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজটি করছে মাদ্রাসাগুলো। জনাব খালেদ এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটি বৃহত্তর মঞ্চ থেকে কাজ করার আহবান জানান।

এই ইস্যুতে কথা বলার সময় ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর মাদ্রাসা শিক্ষাসহ শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি ছোট কমিটি করার প্রস্তাব করেন। তিনি উল্লেখ করেন, মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিটি সরকার একই নীতি অনুসরণ করে গেছে। যার ফল হিসাবেই আজ এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। মাদ্রাসার খাতা যাঁরা দেখেন তাঁরা ১০০ নম্বরের মধ্যে ২০০ নম্বর দিতে চান। এটা মাদ্রাসার ছাত্রদের পিছনের দরজা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খুশী কবির, অজয় রায়, রোকেয়া এ রহমান, মোঃ নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ জামালউদ্দিন প্রমুখ। খুশী কবির আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, মৌলবাদীরা এখন ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। মসজিদে খুৎবার সময় মানুষকে উস্কে দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, পুলিশকে অন্য জায়গায় হত্যা করে মসজিদে আনা হয়েছে। মাদ্রাসার ছাত্ররা এর সঙ্গে জড়িত নয়। তিনি স্থানীয়ভাবে এই প্রচারণা প্রতিরোধের আহবান জানান।